নতুন কবিতা

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়
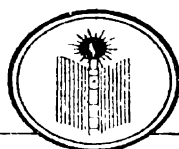
ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীর

পুণ্য স্মৃতির

উদ্দেশে

ভূমিকা

যে সকল সাহিত্যিক এবং কাব্যানুরাগী পাঠকের স্মৃতিশক্তি দুর্বল নয়, তাঁদের মধ্যে .অনেকের 'নতুন কবিতা'র পুরাতন কবি শ্রীযুক্ত অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়কে মনে পড়তে পারে। এক সময়ে প্রবাসী, বিচিত্রা উত্তরা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে এঁর কবিতা প্রকাশিত হোত এবং ১৩৩৫ সালে আকাশ গঙ্গা নামে এঁর একটি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান ১৩৬০ সালে প্রকাশিত 'নতুন কবিতা' অরীন্দ্রজিৎ বাবুর দ্বিতীয় ব বিতা পুস্তক।

'নতুন কবিতা' পুস্তকের কবিতাগুলি আগ্রহভরে পাঠ করে আনন্দ লাভ করেছি। 'নতুন কবিতার' অনেক কবিতা সত্যই নূতন। দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের অবসর-অপ্রচুরতার মধ্যে বাঙলাদেশের সাহিত্য-পরিবেশ হ'তে দূরে অবস্থান কালে অলক্ষিতে অগোচরে অরীন্দ্রজিৎবাবু শক্তি অর্জনের যে পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময় এবং আনন্দের উদ্রেক করে। কবিতাগুলিকে কবি,—বর্ণিকা, জিজ্ঞাসা ও নতুন কবিতা—এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। রচনাকালের ক্রমিকতার হিসাবে এ বিভাগ করা হয় নি বলেই মনে হয়; হয় ত কবিতাগুলির গুণ এবং ধর্মের বিচারের দ্বারাই করা হয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, এ কথা লক্ষ্য করবার বিষয়, মাত্র একটি কবিতা ভিন্ন বর্ণিকা ও জিজ্ঞাসার বাকি সকল কবিতাই মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এবং নতুন কবিতা বিভাগের দুটি কবিতা ভিন্ন বাকি সব কবিতাই অসমপদী অমিত্রাক্ষরের আধুনিক ছন্দে রচিত। আর, এ কথাও হয় ত বলা যেতে পারে মিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতাগুলি যে পরিমাণে সৌষ্ঠব-প্রধান, অমিত্রাক্ষরছন্দের কবিতাগুলি ঠিক সেই পরিমাণেই বলিষ্ঠতাপ্রধান। আধুনিক ছন্দের কবিতার পদান্তগুলি মিলের নূপুর-বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ করার ফলে বলশালী হ'তে পেরেছে, কিন্তু যতি-বিন্যাসের ব্যাপারে কবি ধ্বনি-সঙ্গতিকে উপেক্ষা করেন নি বলে অমিলের ছন্দ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গতির লীলা হারায় নি।

'নতুন কবিতা' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে কাব্যরসিক পরিতৃপ্ত হবেন সে বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই।

৪৬।৫বি বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা
কার্ত্তিক—১৩৬০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ণিকা

কর্ণিকার

গন্ধহীন রূপমাত্র-সার
হেরি তোমা স্থষ্টি বিধাতার
অসম্পূর্ণ, লোকমুখে শুনি,
বলে গেছে কোন মহাগুণী।

না জানি সে কোন দিন কবে!
আজ দেখি অপূর্ব গৌরবে
পুঞ্জে পুঞ্জে পীত সুনির্মল
বনভূমি করেছ উজ্জ্বল।

প্রজাপতি আসে না'ক জানি,
মধুপ করে না কানাকানি,
কিবা ক্ষতি? দক্ষিণ বাতাস
অনুক্ষণ সাথী তব পাশ।

কি অজস্র, কি পরিপূর্ণতা,
কি নীরব মৌন অতলতা!
বনানীর কর-পত্র-পুটে
সুন্দরের অর্ঘ্য ভরি উঠে!

রূপ নহে গুণের প্রত্যাশী
পরি গলে প্রয়োজন-ফাঁসি;
স্থষ্টি তব নহে অকারণ,
স্রষ্টা নয় অপূর্ণ কৃপণ।

কালী-দীঘি

নামটি তাহার কালী-দীঘি অথৈ কাল জল
গাঁয়ের ছোট বুকটি জুড়ে শোভার শতদল।
হাঁস চরে তার ধারে ধারে, মাঝখানে মাছ খেলে,
রাখাল ছেলে দাঁড়িয়ে দেখে পাঁচন-বাড়ি ফেলে।
জলের তলে যক্ষি আছে, আসবে তুলে ঢেউ,
সাঁজের বেলা দুষ্টু ছেলে কাঁদবে যদি কেউ।
পাড়ার কারো নতুন বউএর বর্ণ হলে হীন
ফিরবে সে রঙ দীঘির জলে নাইলে দু'চার দিন।

হাসির ঘটা, রূপের ছটা, মনের চটুলতা,
লাজুক কত বধূর পায়ে নূপুর-মুখরতা ;
দিনের শেষে সাঁজের বেলা জল আনিবার ছলে
কত কথা দুই স'এতে কলসী থুয়ে জলে !
নীরব কত অশ্রু-ঝরা হাল্কা-করা বুক,
জীবন-ভরা দুঃখ কত, জীবন-ভরা সুখ
মিশিয়ে আছে তাহার সাথে, কেউ নাহি তা জানে,
কালী-দীঘি গাঁয়ের সবে পুণ্য বলি মানে।

কার সে সফল 'পুণ্যি-পুকুর,' কোন বিধবার দান,
সে কোন রাণীর প্রজার লাগি দুঃখে গলা প্রাণ
কেউ জানে না—কালী-দীঘি এইটি সবাই জানে,
জলটি তাহার গাঁয়ের জীবন পুণ্য বলি মানে।

ওই দুটী কাল আঁখি

ওই দুটী কাল আঁখি অনন্ত-সংশয়,
অধরে বিদ্যুৎ-হাসি, চম্পক-বরণ,
ওই স্পর্শ অনঙ্গের চির-শিহরণ
ওকি দেহ ওকি মন ? কে কবে নিশ্চয় !

হে মোহিনী, হে মানসী, হে দেহী, বিদেহী !
অধরে মদির বহ্নি, অন্তরে অমৃত
ভরি লয়ে কবে সেই প্রথম নিভৃত
মাধব-উৎসব-সত্রে ডেকেছিলে, 'এহি'।

তা'রপর কত দিন করেছি অর্চ্চনা
ওই দেহ-বেদী-মূলে, ধ্যানের আকাশে
অতি ঊর্দ্ধে বসাইয়া নিগূঢ় বিশ্বাসে
কত নিশি তন্দ্রাহীন করেছি যাপনা।

আজিও উদ্দেশ নাই, আজিও সংশয় ;
দেহ তোমা পেতে চায়, পেতে চায় মন !
তুমি সর্ব কামনার মরণ-শয়ন,
তুমি চেতনার হর্ষ চির-প্রাণময়।

খোকার ঝুম্‌ঝুমি

খোকা নাড়ে ঝুম্‌ঝুমি ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ;
আকাশেতে তারা কাঁপে থম্‌ থম্‌ থম্‌ ।
যেওনা কোথাও আজ,
ফেলে রাখ সব কাজ,
বিনা মেঘে ধারা জল ঝরে হর্‌দম ;
খোকা নাড়ে ঝুমঝুমি, ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ !

রুণু রুণু, রুণু রুণু, ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌,
ভোম্‌রা দেমাক-হারা কেঁদে হ'ল খুন,
রাঙা গালে টুল্‌ টুল্‌
খুসির ফুটেছে ফুল,
লাখ মৌমাছি গায় গুন্‌ গুন্‌ গুন্‌ !
রুণু, রুণু, রুণু, রুণু, ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝুন্‌ !

ঝুম্‌ ঝুম্‌, ঝন্‌ ঝন্‌, ঝিন্‌ ঝিন্‌ ঝিন্‌ ;
ঘুরে ফিরে সাত সুর গায় রাতদিন,
সভায় কদর-হারা
তানসেন ভেবে সারা,
নীরব বেহালা বাঁশী তম্বুরা বীণ !
খোকা নাড়ে ঝুম্‌ঝুমি ঝিন্‌ ঝিন্‌ ঝিন্‌ !

খোকার 'বল'

বলে বল্—"ছুটে চল্, চল্ চল্ বাইরে,
দিনরাত ঘরে থাকা ভাল নয় ভাইরে" !
একধারে জোড়া খাট, আর ধারে আয়না,
হাত পা মেলিয়ে সেথা কিছু করা যায় না।
একটুক দিলে লাফ হাত ঠেকে পাখাতে,
চলিতে বলিতে গেলে ধুপ ধাপ দু'হাতে
এটা পড়ে ওটা ভাঙে, আরও হয় কত কি ;
হেঁকে দাদু তক্ষুনি বলে উঠে "কর কি,
আরে বেণু ! থাম থাম।" তাই বল্ ডাক্‌চে ;
"ঘর ছেড়ে মাঠে চল," বন্ধুরা হাঁকচে।
হেঁকে বলে আলো হাওয়া, "সার কথা কইচি ;
হ'ক না সে বালিগঞ্জ, হ'ক না সে বৈঁচি,
দিল্লী, এলাহবাদ, মাঠ ভাল ঘর নয় ;
খেল, ছোট যত পার ; এটা ঠিক ভাল নয়,
বল্‌বে না কেউ সেথা" ; তাই বল্ ডাকচে ;
"ঘর ছেড়ে মাঠে চল," বন্ধুরা হাঁকচে।

জ্যোৎস্না রাতে

ঘুমায়ে পড়ে শেফালী-মূলে জোছনা-ভরা রাত্রি,
চকোরী উড়ে চাঁদের পাশে আকাশ-পথ-যাত্রী,
উজল তারা আপনা-হারা
চাহিয়া শুধু হতেছে সারা,
উথলে কূলে রজত-পারা তটিনী স্রোত-ভঙ্গে,
উঠিছে কাঁপি সন্ধ্যা-বায়ু বিজন-বন-অঙ্গে।

গোপন কুটে কুসুম ফুটে, বাতাসে ভাসে গন্ধ,
একেলা হৃদি খুঁজিছে কারে—প্রণয় চির-অন্ধ,
কীচক-বনে কে কহি কথা
জানায়ে গেছে লুকান ব্যথা,
বন্ধ-শত যেতেছে টুটি মোহন-কর-স্পর্শে,
উঠিছে ভরি শূন্য হৃদি অজানা শত হর্ষে।

আঁধার আজ লুকায়ে আছে গোপন কোন কক্ষে,
এসেছে আজি পথেরি মাঝে যা' ছিল ঢাকা বক্ষে,
পথিক-বধূ কণ্ঠ খুলে
গাহিছে মণি-সোপান-মূলে
লুকান প্রেম-বিরহ-গাথা ললিত লঘু ছন্দে,
যমুনা-বনে রাখাল-বেণু বাজিছে প্রেমানন্দে।

কর্ণে কার কর্ণিকার হেরেছে ঋষি চক্ষে,
অক্ষমালা পড়িছে খসি, বহিছে ধারা বক্ষে ;
করবী-শাখে আঁচল টানি
নয়ন-কোনে হৃদয় আনি
তরুণী দেখে চলেছে রাজা মৃগয়া-পথ-যাত্রী,
মালিনী-তীরে তাপস-বনে মিলন-মধু-রাত্রি।

অলকা হতে ফিরিছে মেঘ বহিয়া নব বার্ত্তা,
যক্ষবধূ-মিলন-কথা বিরহ-বেদনার্ত্তা,
ঘুচেছে আজি সকল ব্যথা,
ধ্বনিছে চির-মিলন-কথা,
টুটেছে সব প্রণয়-বাধা, মিটেছে সব ভ্রান্তি ;
যক্ষ-যুবা ফিরিছে ঘরে, হয়েছে শাপ-শান্তি।

দীর্ঘ পথ বিন্দু-সম লুটায় পদ-প্রান্তে
অতীত আজি দিয়াছে ধরা একটি দিবসান্তে,
বাহির আজি কত কি ছলে
পশিছে আসি হৃদয়-তলে,
বিশ্বগাথা উঠিছে ধ্বনি মানস-বীণা-তন্ত্রে
স্বরগ আসে ভূতলে নামি অমৃত কোন মন্ত্রে।

গিরিশিরে কুজ্ঝটিকা

ওই ভেসে আসে গিরি-শিরে কুজ্ঝটিকা
হিম-গিরি-নয়নের স্বপ্ন-শিখা,
শঙ্কর-জটা-ঝরা
হিম-জল-কণা-ভরা
চরাচর-এককরা মায়াজালিকা !

আসে. দিগ্‌জয়ী দৈত্যের দর্প-ধরি,
তুলি বিজয়-কেতন দূর দুর্গ 'পরি,
তাঁর ভাষা-হীন উল্লাসে
দিক্-বধূ কাঁপে ত্রাসে,
কাঁদে নদ-নদী-গিরি-বন মুখ আবরি ।

পুন, প্লব-পতি ফিরে যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
হয়ে অস্থির বাতাসের বিষ-নিশাসে,
এই কাছে এই দূরে
শত পথে ঘুরে ঘুরে
মায়াবী রচিছে মায়া কিসের আশে !

ওকি পার্বতী-কুন্তলে চূর্ণ-মণি,
ওকি শশধর-কৌমুদী অমৃত-খনি,
নভ-পুষ্পের রেণু,
নন্দন-বন-বেণু,
অপ্সরী-নূপুরের ঘন রণনি !

ওকি মানস-যাত্রী শ্বেত-হংস-মালা,
ওকি অলকানন্দা-বুকে ঊর্মি ঢালা,
শ্বেত হস্তীর যূথ,
চমরী-গো অদ্ভুত,
শুভ লাজ-অঞ্জলি কার শূন্যে ডালা।

ওকি নিশ্বাস-বরুণের গুপ্ত-চারী
হল উৎস্থত মহাকাশে দরী বিদারি ;
ওকি গরুড়ের মেলা পাখা
সূর্য্যের মুখ-ঢাকা,
কোন ধবলিত রজনীর অশ্রুবারি !

ওকি কৈলাস মন্দিরে যজ্ঞের ধূম,
ওকি ধনেশের আঁখি-পুটে তন্দ্রার ঘুম,
বিভূতি ও কার গায়,
অর্ঘ্য ও কার পায়,
কোন সপ্তর্ষির গাঢ় ধ্যান নিঃঝুম !

পাহাড়-পথে

পথ চলেছে আঁকা বাঁকা
কোনখানে সে কোনখানে
কোন সে সুদূর কেউ-না-জানা
গোপন পুরীর সন্ধানে।
বিরামহারা-কি-গান-গাওয়া
পাইন বনের বুক বেয়ে.
বরাস ফুলের রক্ত-রাঙা
হাসির দোলায় দোল খেয়ে,
সেঁউতি ফুলেব গন্ধ মেখে
বানের বনের মাঝখানে
অজগরের মাথায় চড়ে
পথ চলেছে কোনখানে।

ওই লুকোল বাঁকের পথে,
শেষ বুঝি তার ওইখানে !
এই রয়েছে, হয়নি ত শেষ
চলেছে ঠিক একটানে।
ওই উপরে ওই দেখা যায়
উঁচু পাহাড় বেড় দিয়ে,
আবার কোথা আড়াল হল
দেখতে হবে খোঁজ নিয়ে।

অভিমানে হারিয়ে যাওয়া,
ফিরিয়ে পাওয়ার সম্প্রীতি
নিত্য খেলে লুকোচুরি
—পাহাড় পথের এই নীতি।

ওই শোন ওই ঘণ্টা বাজে
একটু দাঁড়াও পাশ দিয়ে,
পাহাড়ীরা আসছে নেমে
ঘোড়ার পিঠে বোঝ নিয়ে
ভিড় সরেছে, এগিয়ে চল,
পাহাড়ী গাঁও ওই দূরে,
পাশ দিয়ে পথ খাড়া চড়াই
বাঁউড়ী-ঝরা জল ঘুরে।
ওই ক'খানা কাঠের বাড়ী
শ্লেট পাথরে ছাদ-আঁটা,
ঢালু পাহাড়-গায় সাজান
মক্কি-খেত ওই থাক-কাটা।
সুপ্তি-ঘেরা পাহাড়-বুকে
ঘুম-ভাঙান কোন বাণী
সামনে হঠাৎ ওই দেখা যায়
পাহাড়ীদের গ্রামখানি।
হয়ত সেথা ডালিম বনে
ডালিম-ফুলি কার হাসি
লাগবে চোখে, ঘর-ছাড়া মন
উঠবে সুখে উল্লাসি।

আড়ুর তলে কোন বিরহী
বাঁশীর সুরে ডাক দিয়ে
হয়ত সেথা গান গাহিছে
হারা প্রিয়ার খোঁজ নিয়ে।

বিষম চড়াই! সামলে চল
খাড়া পাহাড়-ঢাল ঘেঁষে,
ডান দিকে ওই ধস্ নেমেছে
গভীর অতল কোন দেশে!
হয়ত হবে হাজার ফিট ও,
হয়ত হবে দেড় হাজার,
বাংলা দেশের পাঠশালাতে
গুরুমশায় নিন সে ভার।
কিন্তু দেখ সেই অতলে
জল চলেছে খড বেয়ে,
সবুজ বনের বুকের উপর
রূপার মালার রূপ ছেয়ে।

এগিয়ে পড়! ওই শোন ডাক,
একটু দাঁড়াও চুপ করে;
ছড়ের ধারা ঝরছে কোথায়
দেখতে হল পথ ধরে।
রাস্তা বড় নয় সুবিধা
একটু চল সাবধানে—
প্রেমের পথে অনেক বাধা,
তাই বলে কি কেউ মানে।

ওই ছুটেছে পাহাড়-ঝরা
মত্ত ঘোড়ায় ওই সোয়ার ;
মুক্ত-চূড়া মহাদেবের
জটায় যেন গঙ্গাধার।
দিগ্-বিদিকের নাইক খেয়াল,
গতির বেগে সব বাধা
পথ ছেড়ে দেয়, মরণহারা
মুক্তি-বাণী তার সাধা।
ঠিকরে পড়ে রোদের আলো
ইন্দ্র-ধনুর রূপ ধরি,
কাঁপছে গিরি, জলের ধোঁয়া
উঠছে হাওয়ার বুক ভরি।
পাশ দিয়ে তার পাহাড়ী পথ
চলেছে ওই কোন্‌খানে
চিরকালের কেউ-না-জানা
কোন সুদূরের সন্ধানে !

জিজ্ঞাসা

পাহাড়িয়া বাবা

(কোন ফরাসী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

"কৌপীন তাও ফেলে দিতে হবে, ভস্ম মাখিবে গায়,
ছাড়ি গৃহদ্বার আশ্রয় লবে ঘন-অরণ্য-ছায়,
কৃচ্ছ্র-সাধনে করিবে শুষ্ক নশ্বর দেহমন,
তবে ভগবান্ যদি পাওয়া যায়—তিনি সাধনার ধন।"
এই কথা বলে সাধু চলে গেল, শিকল বাজিল পায় ;
ঘোর তপস্বী পাহাড়িয়া বাবা—বেশী কিছু বলা দায়।
এক পায়ে তিনি ছিলেন দাঁড়ায়ে এক'শ বছর ধরি,
বাল্মীকি সম বল্মীকে তার দেহ গিয়েছিল ভরি।
রামায়ণখানি লেখেন নি শুধু, আর কিছু নাই বাকি ;
ভূতভবিষ্য সবই জানা আছে—তাঁর কাছে দেবে ফাঁকি !

শুনি গৃহস্থ নিশ্বাস ফেলি রহে করি মাথা হেঁট ;
ভাবে মনে মনে—সংসারী জীব শুধু স্বার্থের ভেট
চিরদিন ধরি করি আহরণ জায়া-পুত্রের তরে,
তা'দের লাগিয়া সব খোয়ায়েছি, না জানি কি হবে পরে !
হয় ত লভিব কৃমি-কীট-দেহ কোন নরকের কূটে ;
এত ভাবি তবু মায়াবন্ধন কোনমতে নাহি টুটে।

হেথা ফিরেছেন পাহাড়িয়া বাবা সাধনাগুহার ধারে,
আকাশ তখন রাঙা-মেঘ-ভরা অস্ত-গগন-পারে।
পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা পথ স্বপনের মোহময় ;
পাগল বাতাস ছুঁয়ে যায় জটা, কানে কানে কথা কয়।

নীচে ভরা ক্ষেত, তার পাশে গ্রাম, উঠিতেছে ধূমরেখা,
ফিরে গাভীদল, বাজে কিঙ্কিণী—সন্ধ্যা সে বড় একা!
লাঠির ডগায় বোঁচকা ঝুলান, পথিক চলেছে ত্বরা;
বেলা পড়ে যায়, আঁধারের আগে গ্রামখানি চাই ধরা।
কোথা বাজে বাঁশী করুণ কণ্ঠে পাহাড়ী গানের সুরে,
'দিন চলে যায়, ওগো শ্যামলিয়া! থেক নাক দূরে দূরে।'
চকিতে থামিল ব্যস্তচরণ, সন্ন্যাসী ফিরে চায়;
কতদিন পরে চোখে আসে জল! দূর আকাশের গায়
কাহার করুণ আঁখি দুটি ওঠে আঁখির সুমুখে ফুটি!
ভস্মের তলে জাগে শিহরণ! ধূলায় পড়িল লুটি।

নিশি অবসান, পাখী ডেকে যায়, বনে বনে ফুল ফুটে;
লয়ে গাভীদল রাখাল ছেলেরা আঁকাবাঁকা পথে উঠে।
সহসা চমকি দেখে একজন পথপাশে তরুতলে
মানুষের মত কে রয়েছে ঝুলে, ভয়ে সব ভূত বলে।
মুহূর্তে রটে বার্তা, গ্রামের সকলে দেখিল আসি
পাহাড়িয়া বাবা রয়েছেন ঝুলে—কি কথা সর্বনাশী!
ভেবে ভেবে সবে নাহি পায় কূল—এমন কেন বা হবে;
পণ্ডিত জন আসি এক কন, "শুন হে মূর্খ সবে,
পরব্রহ্ম-সাক্ষাৎ লভি তপস্বী মহাপ্রাণ
নশ্বর দেহ করেছেন নাশ হেন হয় অনুমান,
শাস্ত্রে ইহার রয়েছে প্রমাণ, এ কথা মিথ্যা নহে।"
শুনি সব লোকে বিস্ময় মানে, ধন্য ধন্য কহে।

তা'র পর সবে এইখানে তাঁর সমাধি রচনা করি
প্রণাম-অন্তে ফিরে গেল গ্রামে আপন দী[illegible]

অনেক দিনের কাহিনী এ ভাই! আজ সবে গেছে ভুলে;
জানে না'ক কেহ কার দেহ ঢাকা এই সমাধির মূলে।
আজও তবু হায় স্বপনের মোহ উদাসী বাতাসে ছায়;
শুক-তারা-আঁকা আকাশের তলে ধেনুগণ গোঠে যায়;
ছোট গ্রামখানি আজিও রয়েছে ছোট সুখ-দুখ-ভরা;
বেলা শেষ হ'লে তেমনি পথিক গৃহ-পানে ধায় ত্বরা।
আজও সন্ধ্যায় বেজে উঠে বাঁশী পাহাড়ী গানের সুরে
'দিন চলে যায়, ওগো শ্যামলিয়া! থেক না'ক দূরে দূরে!'

বিচিত্র

তোমারে বেসেছি কতরূপে ভাল কত যুগে কত বার
ওগো বিচিত্র অন্তরতম সীমাহীন পারাবার !
কভু অশান্ত লীলা-চঞ্চল তুলি তুরঙ্গ-রব !
কভু উদ্দাম প্রলয়-নৃত্যে প্রমত্ত ভৈরব !
কখনও আঁধার কুহেলীতে ঢাকা, কখনও জ্যোৎস্নাময় ;
ওগো অতৃপ্ত ! অযুত নদীর অনন্ত-আশ্রয় !
জীবনে জীবনে আসিয়াছ তুমি কতবার কত রূপে,
কভু গৌরবে উৎসবে, কভু চোরের মতন চুপে !

সেদিন তখন তপোবন-শিরে প্রথম প্রভাত-আলো
পড়েছে ছড়ায়ে ; উটজের দ্বারে মৃগ-শিশুগুলি কালো
অবশ আলসে করে রোমন্থ, কাটেনি ঘুমের ঘোর ;
তখনও কুশের অরণ্য-শিরে দুলিছে শিশির-লোর !
তুমি দেখা দিলে তরুণ তাপস তপোবন-নদী-তটে
নদী-জল হতে জল ভরি নিয়ে যেথা মৃন্ময় ঘটে
উষার মত রক্ত-বসনা দাঁড়ায়ে ঋষির মেয়ে।
তারপর যদি হৃদয়ে তাহার তোমার ও মুখ চেয়ে
ফুটে উঠে থাকে লাজ-রক্তিম তাপস-বিরোধী ভাব,
যদি হয়ে থাকে কুসুম-শরের প্রথম আবির্ভাব,
যদি চম্পক-অরণ্যে পশে ভ্রমর মনের ভুলে,
হে মায়াবী ! তব মায়ার স্পর্শ কে না লবে বুকে তুলে !

আসে গৌরবে রাজ-ঈশ্বর উৎসব-বন-পথে
তুলি চঞ্চল মকর-কেতন সজ্জিত শোভা-রথে।

াজ-উৎসুক করেতে খুলিয়া কর্ণীরথের দ্বার
র-নারীদের নয়ন-কমল উঁকি দেয় বারে বার।
াজে লুকাইয়া তারি মাঝে আছে দাঁড়াইয়া ভিখারিণী,
য়ত তাহার মনে হয়েছিল তোমারে চিনি বা চিনি।
ক্ষ লোকের মাঝখান হ'তে কেমনে হে নরনাথ!
ুমি তারে চিনে রথে তুলে নিলে ধরি দুটি হাতে হাত।
া'র ফলে যদি ভেঙ্গে গিয়ে থাকে উৎসব-আয়োজন;
ন্ধ করিয়া পুরাঙ্গনারা রথে রথে বাতায়ন
য় বিমুখিনী; পণ্য-নারীর যদি রতিপরিমল
জনীতে আর নাহি করে থাকে উপবন চঞ্চল;
নদিন আঁধার নীরব আকাশে শুধু যদি দুটি তারা
। উহার মুখ চেয়ে হয়ে থাকে ভয়ে বিস্ময়ে সারা;
দি কোন দিন হয়ে থাকে সখা এমনই অঘটন;
টেছে যখন, ঘটনা বলিয়া মানিবে রসিক জন।

াজার বরষ ঘুমের পুরীতে ঘুমায় রাজার মেয়ে;
ণথরে জীয়ন-মরণের কাঠি আছে মহাক্ষণ চেয়ে;
াতী-শালে হাতী ঘুমাইয়া আছে, ঘোড়া-শালে আছে ঘোড়া;
মায় সৈন্য শান্ত্রী পাহারা রাজ-অঙ্গন-যোড়া।
মন সময় কোন দিন যদি আসে সে রাজকুমার
ড়ন্ত ঘোড়া চড়িয়া, কটিতে বাঁধি অসি খরধার;
তিবেগে তা'র দ্বিধা হয়ে যায় সাত সাগরের জল,
র্বত ভয়ে মাথা করে নীচু, নদী করে টলমল।
া'র পর যদি রাজার মেয়ের ভেঙে যায় ঘুম-ঘোর,
যদি সে বাঁধিতে অতিথির গলে চাহে দুটি বাহু-ডোর।
তা'হলে সে আর এমন'ত খুব বেশী কথা কিছু নয়;
এমনি ধারা 'ত নিতি ঘটে থাকে—ইথে কোথা সংশয়।

আর একদিন গাঢ় রজনীতে ভাঙিয়া তোরণ-দ্বার
আসে দিগ্‌জয়ী পুরীর বক্ষে জাগাইয়া হাহাকার।
এক হাতে তার মশালের আলো, আর হাতে তলোয়ার ;
অগ্নি-দহন, হত্যা-প্লাবন, লুণ্ঠন, চীৎকার
চিরসাথী করি ; ছিন্ন করিয়া মা'র কোল হতে ছেলে
আছাড়িয়া মারে, মস্‌জিদ-শিরে দাঁড়াইয়া খুন খেলে ;
'টাকা চাই', বলে উপাড়িয়া ফেলে বাদশার দুটি চোখ ;
পতিহীনা করি লক্ষ রমণী বহায় উষ্ণ শোক ;
লাখে লাখে বাঁধি ভেড়ার মতন নিয়ে যায় নরনারী ;
রেখে যায় শুধু শবদেহ, আর দস্যুতা, মহামারী।
যদি তারি লাগি বিধবা পুরীতে কেহ হয় চঞ্চল,
এক চোখে চায় পথ পানে মুছি আর চোখে আঁখি জল ;
সেই দুর্বার নিষ্ঠুরতার রথ-চক্রের তলে
যদি মরি কেহ কেহ পেয়ে থাকে সুখ, কি হবে মন্দ বলে।
তোমারি মায়ার স্পর্শ মায়াবী ! নিখিলের অন্তরে ;
শ্রেয় যে কি তাহা বুঝে না'ত কেউ, প্রেয় যাহা তাই করে।

ওমর খৈয়াম্

ওমর ! ওমর ! দিন চলে যায়, তরল সন্ধ্যা-ছায়া
ম্লান গগনের অঙ্গন-তটে বিছাইছে মোহমায়া।
গোলাপের কুঁড়ি ঝরিয়া পড়িছে, চামেলী-বন্ধ খসে,
পথিক-বধূর অন্তর-ব্যথা বিদায়-বাতাসে শ্বসে।
'শূন্য হয়েছে মধুর পাত্র,' সুন্দরী সাকী কয়
'মরেছে মামুদ, আলি রুস্তম—কিছুই কিছুই নয়'।

ওমর খৈয়াম্ ! কোথায় সেদিন, কোথায় সে নিশাপুর !
গত রজনীর স্বপ্নের সম মনে হয় কত দূর !
কোন ওয়েসিসে ছায়া-নিকুঞ্জে পেতেছে আসন খান ;
এক পাশে সুরা, আর পাশে সাকী গাহিছে গজল-গান,
"এস প্রিয়তম ! ভরি দাও বুক জীবনের মধু-রসে ;
কি হয়েছে আর কি হবে ভাবার সব ভয় যেন খসে।
দিন চলে যায় আঁখির পলকে, নাহি দেয় অবসর ;
ওই পাখী আসে, ওই উড়ে যায় পাখায় করিয়া ভর !"

ওমর খৈয়াম্ ! কত দিন হ'ল ঘুমায়ে পড়েছ তুমি ;
আজিও তেমনি প্রভাত সন্ধ্যা ধরণীর মুখ চুমি
প্রতিদিন গায় ঘুম-ভাঙানিয়া ঘুম-পাড়ানিয়া গান ;
আজিও জীবন মরণের ভয়ে তেমনিই ম্রিয়মাণ।
আজও বনে বনে ঝরে পড়ে ফুল, নদী পথ ঘুরে হারা ;
মানুষের প্রেম নিতি ব্যথাতুর বিচ্ছেদ-ভয়ে সারা ;
মরুর বাতাসে তুষারের মত মিলায় মুখের হাসি ;
মধু সে শুকায়, গন্ধ লুকায় ফুল নাহি হতে বাসি।
আজও ধরণীর পান্থশালায় বাদশাহদের দল
আসে দলে দলে রূঢ় গৌরবে তুলি জয়-কোলাহল।

কেহ নাহি জানে কোথা হতে আসে, কোথা চলে যায় ভাসি ;
রেখে যায় শুধু কাল দাগটুকু, শুধু জঞ্জাল রাশি !

ওমর খৈয়াম্ ! আদি কাল হতে অনেক হয়েছে খোঁজা,
আজও ধরণীর রহস্য তবু কিছুই গেল না বোঝা।
ইহলোক আর পরলোক নিয়ে শুধু বিতণ্ডা চলে ;
আস্তিক আর নাস্তিক দলে মাথা ভাঙে দলে দলে।
তোমারি মতন আজিকার দিনে ভেবে মরে যত লোক
সুন্দর এই ধরণীর বুকে কেন এত রোগ শোক ;
কেন বসন্ত নিমিষে ফুরায়, থামে বুলবুল-গান,
যৌবন কেন জরার শীতল পরশে মুহ্যমান।
মরণের গূঢ় রহস্য-দ্বার আজিও হ'ল না খোলা !
আজও শুধু শুধু পণ্ডিতদল দোলায় তর্ক-দোলা !

যে চাঁদ জীবনে দেখে গেছ তুমি সেই আকাশের চাঁদ
আজি সন্ধ্যায় উঠিছে আবার পাতিয়া রূপের ফাঁদ।
জ্যোৎস্না তাহার তরঙ্গি উঠে সুপ্ত ধরার দেহে ;
ওমর খৈয়াম্ ! আজও বেঁচে তুমি মানবের মনোগেহে।
কত না শাস্ত্র পড়িয়া দেখিলে মেলে না সত্য তাহে ;
কেহ নাহি জানে তৃষাতুর হিয়া কার সন্ধান চাহে।
কার সন্ধান ! কে বলিয়া দিবে ! কাঁদে মানুষের মন ;
প্রিয়ার কপোলে কার কাল ছায়া পড়ে আছে অনুখন !
দুদিনের সব ! তবু প্রাণ বলে তাই প্রাণ ভরে নাও ;
আজি রজনীতে উৎসব কর, আনন্দ-গান গাও ;
আজি রজনীতে চুম্বন দাও মদির ওষ্ঠ-পুটে ;
কে জানে কখন চাঁদ ডুবে যাবে, আঁধার উঠিবে ফুটে !

বৈদিকী

মানবের সেই প্রথম প্রভাতে যারা গেয়েছিল গান
প্রাণের গোপন অমৃত-লোকের বিথারিয়া সন্ধান,
দেবতার সাথে মৈত্রী রচিয়া সকল বিভেদ ভুলি,
জীবনের মাঝে আনন্দ-লোক দু'হাতে গড়িয়া তুলি
যারা বলেছিল জীবনের মাঝে দুঃখের নাহি স্থান,
ধরণীর ধূলি আকাশ-বাতাস সব হেথা মধুমান,
আজিকে প্রাণের মহা-অরণ্যে প্রভাত-তপন চাহি
জাগ ঋত্বিক্ ! উদাত্ত স্বরে তাহাদের গান গাহি।
কোথায় দুঃখ, কোথা অবসাদ ! করনি কি অনুভব
ধমনী শিরায় তপ্ত রক্ত করি উঠে কলরব ;
সারা দেহ ভরি চঞ্চলি উঠে জীবনের স্পন্দন,
বেঁচে থাকা সে যে কত আনন্দ বিচিত্র মনোরম !
মাথার উপরে সুনীল আকাশ বিষ্ণুর পথভূমি ;
প্রতিদিন প্রাতে সূ[illegible] উঠিছে উষার আঁচল চুমি।
সপ্ত সিন্ধু বহিছে শ[illegible]ধা জীবনের সাম গাহি,
ভার্গব-জিত অগ্নি জ্বলিছে হবি ও সমিধ্ চাহি।
মাঠে মাঠে যব, বনে বনে ফল, পর্বতে সোমলতা ;
মন্ত্র পড়িয়া আহ্বান কর, দেবতা কহিবে কথা !
এস বামদেব, বিশ্বামিত্র ; এস হে শুনঃশেফ ;
এস হে অত্রি, কণ্ব, বস্যু্যু করো না কালক্ষেপ !
বেদ সে নিত্য, দ্যৌঃ ও পৃথিবী নিখিল-যজ্ঞবেদী,
স্বর্গের দেব নামে পৃথিবীতে মেঘের আড়াল ভেদি।
ওই শুন ওই দশ দিক্ ভরি ঋত্বিক্ গাহে গান,
লক্ষ বেদীতে লক্ষ যাগের ধ্বনিতেছে আহ্বান।

অগ্নি-স্তোত্র

আগছি অগ্নে! তোমারি লাগিয়া
জ্বলিছে যজ্ঞানল।
কর সোম-পান অধ্বরে বসি
অবিরাম অবিরল!
মরুৎ-সহায়! দেব কি মানুষ
কেহ না তোমারে আঁটে,
তুমি পথ চল সূর্য্যের পারে
সোনার আকাশ-বাটে;
সাগরে যাহারা জাগায় পাহাড়,
আকাশে অবাধ-গতি,
বজ্রে যাহার জয়-গান শুনে
শত্রুরা করে নতি,
এস হে অগ্নি! সঙ্গে করিয়া
সেই সে মরুৎ-দল;
তোমারি লাগিয়া ঢালে ঋত্বিক্
সোমমধু অবিরল।

বরুণ-স্তোত্র

প্রতিদিন মোরা যত পাপ করি
হে দেব! সকলি ক্ষম,
শত্রু মোদের হউক ধ্বংস
ছিন্ন মেঘের সম।
হে বরুণদেব! তুমি জান কোথা
আকাশে উড়িছে পাখী,
সাগরে কোথায় চলেছে তরণী
সুদূরে লক্ষ্য রাখি।

বারটি মাসের হিসাব রাখিছ,
বায়ুর লিখিছ গতি,
শত্রুর দ্রোহ জান না কখনও,
তোমারে জানাই নতি।
তুমি দিয়ে যাও পূর্ণ-আশীষ,
পেট-ভরা দাও ভাত,
আমার মন্ত্র তোমার চরণে
করিতেছে প্রণিপাত।
তুমি খুলে দাও সব বন্ধন,
জীবন পূর্ণ কর ;
হে দেব বরুণ ! ডাকে ঋত্বিক,
যজ্ঞ-আহুতি ধর !

সূর্য্য-স্তোত্র

সকল দেবের চক্ষের দ্যুতি
দ্যো-পৃথিবীর প্রাণ,
পূর্ব-আকাশে জ্যোতি-পুঞ্জের
অপূর্ব উত্থান !
ওই সে সূর্য্য জগৎ-আত্মা
ঊষার পিছনে চলে,
জান না কি মনে মানুষের মত
দেবতারও মন টলে !
ঘুচায়ে নিশার তিমির-বসন
আকাশে মুখ হতে
ওই উদিছেন সূর্য্য-দেবতা
সাত-ঘোড়া-জোড়া রথে !

আজি সুন্দর বিমল প্রভাতে
সকল দেবের ঠাঁই
বল ঋত্বিক্! শঙ্কাহরণ
অভয় মন্ত্র চাই!

ইন্দ্র-স্তোত্র

নিশ্বাসে যার বিশ্ব-ভুবন
ভয়ে কাঁপে টলমল,
সকল দেবের অধিক যাহার
বিশাল বাহুর বল,
সচল পৃথিবী উচল পাহাড়
যাহার উগ্র দাপে
স্থির হয়ে আছে, যে জন হেলায়
আকাশেব ঘের মাপে,
যে জন মারিল মহাকাল ফণী,
সাত নদী দিল খুলি,
'বল'-দস্যুর গুহা হতে আনে
আবদ্ধ গবীগুলি,
সমরাঙ্গনে সকল যোদ্ধা
যাহার প্রসাদ যাচে,
বিক্রমে যার 'সম্বর' মরে
শুষ্ক ধরণী বাঁচে,
বজ্রে বিদারি 'রৌহিণে' যেই
করে আপনার পথ,
যার ভয়ে কাঁপে আকাশ বাতাস
সমুদ্র পর্বত,

পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করি
আগুন তুলিল যেই,
বল ঋত্বিক্ ! কি নাম তাহার—
ইন্দ্র-দেবতা সেই !
তারি লাগি আজি ঢাল সোমধার,
গাও গান যজমান !
সকল গানের তিনিই উৎস,
সব যজ্ঞের প্রাণ ।

ভরে যায় বন শ্যাম তৃণ-ভূমি সরস্বতীর তীর,
ঋষির কণ্ঠ গাহে সাম-গান উদাত্ত সুগভীর ।
নামে বর্ষণ ; ধরণী স্নিগ্ধ ; তরুলতা, ফুল, ফল,
পৃথিবীর রজঃ হল মধুমান ; উপ্ত ওষধিদল ;
উর্ণ-ভরা মেষ, দুধ-ভরা গবী, স্থালী-ভরা সোমরস,
বক্ষে সাহস, বাহুতে শক্তি, শত্রুরা সব বশ ।
মানব-বন্ধু দেবতারা নামে হিরণ্য-প্রভ রথে ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য হাত ধরি নামে প্রাণের অমৃত-পথে ।

হায় ঋষি হায় ! কোথা সেই দিন, কোথা দেবতার রথ
মাঝখানে আজ মহাশূন্যের দুর্বার পর্বত !
বৃথা জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যায় যজ্ঞ-অনল-শিখা,
কোথায় হারাল তরুণ প্রাণের অরুণ-অমৃত-লিখা
চাঁদে আজ বুঝি তত সুধা নাই, শুকায়েছে সোমলতা,
আহুতি-পিয়াসী দেবতা আসিয়া কহে না পুণ্য-কথা।
আজ সুদূরের সেই দিনগুলি ঋষির অমৃত-বাণী
শুধু রেখে গেছে পুঁথির পাতায় অদ্ভুত মোহ হানি ।

আজও প্রতিদিন তেমনি প্রভাতে নবীন সূর্য্য উঠে,
তেমনি হাসিয়া তরুণী উষার আঁচল ধরিতে ছুটে,
আজিও অরণি-মন্থনে বনে অনল উঠিছে জ্বলি,
আজিও মরুৎ বজ্র হানিয়া চলিছে আকাশ দলি,
আজিও নবীন-নীরদ-পুঞ্জে ছেয়ে যায় নীলাকাশ,
আজিও দেবতা বর্ষণ ঢালি মিটায় ধরার আশ।
কত সুন্দর, কত মনোহর! তবু যেন মনে হয়
প্রাণের পাত্র ভরে না'ক সব—খানিক শূন্যময়!
সেদিন প্রভাতে সূর্য্য চাহিয়া গেয়েছিল যেই প্রাণ
তাহার খানিক হারায়ে ফেলেছি, নাহি আর সন্ধান!
আজিকার এই উদয়-আকাশ পানে চাহি মনে হয়
হে ঋষি কুৎস! তোমার সূর্য্য সে যেন আমার নয়!

অম্বপালী

অম্বপালী !
একদিন তুমি নিবেদন করেছিলে আপনাকে
বুদ্ধের চরণে—
ত্যাগের পথে, মুক্তির পথে, নির্বাণের পথে ;
ফুল যেমন নিবেদন করে আপনাকে
শেষ বৈশাখের বেদীমূলে ।
সে দিন আমি ছিলাম কোথায়—
বহু জন্মজন্মান্তর আগে—
কোন বৈশালী, কোন শ্রাবস্তী, কোন সাকেত নগরে !
সেখানে বসত আমাদের সভা
কোন কৌমুদীজাগর রজনীতে,
চলত আমাদের সার্থবাহ পণ্য-সম্ভারে পূর্ণ হয়ে
কোন দূরে দূরান্তরে !
সে দিনের অনন্ত উৎসবের মধ্যে, অসীম ভোগের মধ্যে
ভারতের প্রাণে বেজে উঠেছিল
ত্যাগের সাধনা, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধের বাণী,—
'হে আমার শিষ্যগণ !
আত্মদীপ হও, আত্মশরণ হও !'

অম্বপালী !
আজ ভুলে গেছি সেদিনের কথা,
ভুলে গেছি সেদিন কি ছিলাম, কি ভেবেছিলাম !
আজ মাথার উপর কর্কশ শব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরোপ্লেন ;
ফেলতে চায় সে বোমা ধরিত্রীর শ্যাম বুকে,
মানুষের সুখের নীড়ে ;

আর্মার্ড কার, ট্যাঙ্ক ছুটে চলেছে আশে পাশে, ;
ঘাসের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে তরল আগুন ;
বাতাস ভরে উঠেছে বিষ-বাষ্পে।
বৈরাগ্যের রঙ আজ আর মনে লাগে না,
বুদ্ধের বাণীতে সাড়া দেবার সামর্থ্য কোথায়!
ক্ষমা করো অম্বপালী!
আমি যা বলছি
তা বুদ্ধের প্রতি অসম্মান নয়,
সে আমাদের অন্তরের কথা—
মনকে আমরা হারিয়েছি, নিভে গেছে তার দীপ ;
কেমন করে হব আমরা আত্মদীপ, আত্মশরণ।

অম্বপালী !
সে যুগের কত উৎক্ষিপ্ত, কত কক্ষচ্যুত গ্রহের দল
শরণ নিয়েছে তোমার চরণ-তলে ;
তোমার অসীম হৃদয় দিয়ে পরিচয় করেছিলে তুমি
কত অনিয়মের সঙ্গে, ব্যতিক্রমের সঙ্গে, অভাবনীয়ের সঙ্গে !

অম্বপালী !
তুমি কখনও বুড়ো হওনি ;
আশা করি তুমি বুঝবে আমাদের কথা।
এ যুগের 'এরিক'দের কথা।
বুড়োরা আমাদের নিন্দা করে, উপদেশ করে,
আড়ালে গালাগালি করে ;
'স্বয়মক্ষি আকুলীকৃত্য'
জিজ্ঞাসা করে তারা অসীম বিস্ময়ে
আমাদের অশ্রুজলের কারণ।

জিজ্ঞাসা করে এই সব 'জাহারফ্'এর দল
কেন আমরা ছেড়েছি বুদ্ধকে ;
জিজ্ঞাসা করে তা'রা
কেন আজ দেশে বিদেশে এই 'ইর্‌রেভারেন্স অফ্ ইউথ্'।

অম্বপালী!
কামানের আওয়াজে, বোমার বিস্ফারণে
আজ আর শোনা যায় না বুদ্ধের বাণী।
আজ এই কালো বারুদের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে
আমরা শুধু দেখতে পাচ্ছি
তোমার অস্পষ্ট সুন্দর মুখচ্ছবি ;
তোমার কথা আজ আমরা লিখছি
আমাদের কাব্যে ও গানে ;
তোমাকে দেখবার জন্য ভিড় করছি
থিয়েটার, সিনেমা, কাফে ও কাবারেতে।
আমাদের জীবনের অতিবিরল শুভ মুহূর্তগুলিতে
ভরে নিতে চাই
তোমার হাসি, তোমার গান, তোমার চুম্বনের চিরন্তন স্পর্শ।

অম্বপালী !
তোমার টানা ভ্রু দুটির নীচে
ঐ কালো চোখ দুটি তুলে,
বন্ধুক ফুলের মত, বিম্বফলের মত, ভার্‌মিলিয়নের মত
তোমার ওষ্ঠ দুটি একটু দ্বিধা বিভিন্ন করে
আমাদের দিকে তাকাও !
কাল হয়'ত আমরা মরে পড়ে থাকব
কোন আনন্দ-হীন নাম-না-জানা অপমানের কারাকক্ষে,

কোন পুটুমায়ো নদের ধারে,
কোন কঙ্গোর জঙ্গলে,
কোন আবিসিনিয়ার পাহাড়-তলে,
কোন বিলবাও-এর ট্রেঞ্চে !

অম্বপালী !
জীবনের পূর্ব্বান্ত থেকে অপরান্ত পর্যন্ত
আজ শুধু আছে আশাহীন অন্ধকার ;
জীবন আজ দীন, কৃপণ, শরণ-হীন !

১৯৩০

নতুন কবিতা

"কবে হঠাৎ একদিন"

কবে হঠাৎ একদিন
সৃষ্টির আলো-আঁধারের মধ্যে
এক স্বল্প জলে
আরম্ভ হয়েছিল জীবনের উন্মেষ—
অতি আকস্মিক
অতি অসহায় শ্লথ মূর্ত্তিতে
চেতন-অচেতনের মাঝখানে !
তারপর কত অন্ধকার, কত বাধা, কত আঘাত
কত অনিশ্চিতের মধ্য দিয়ে তার যাত্রাপথ
স্খলিত গতিতে !

তারপর কত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে
এসেছিলাম আমরা
মানুষের দল—
অতি ভীত চকিত মানুষের দল,
অতি ক্ষুদ্র দুর্বল নখ-দংষ্ট্রায়ুধহীন মানুষের দল !
পৃথিবীর বুক জুড়ে তখন ছিল
অরণ্যানী—
অতি গূঢ় অতি নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ভয়াচ্ছন্ন অরণ্যানী
শুধু ভয় !
বাহিরে অন্ধকারের ভয়,
মেঘ বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা দাহ প্লাবনের ভয় !

আরও ভয়, আরও অন্ধকার ছিল
ভিতরে আমাদের মনে,
আমাদের শিশুমনে,
যে মন চিন্তা করতে শেখেনি,
যে মন সাহস করে ভাবতে শেখেনি,
যে মন নতুনের অন্ধকারে
যুক্তির মশালকে খুঁজে পায় নি।
জীবন তখন ছিল আরও রহস্যময়!
মৃত্যু তখন ছিল আরও বিভীষিকাময়।

এমনি একদিন
জীবনের অনুদিতে স্বল্পালোক অন্ধকারের মধ্যে
আমরা কল্পনা করেছিলুম তোমাকে
আমাদের সমস্ত ভয় দিয়ে।
সমস্ত অজানা রহস্যের ভয়,
আমাদের পলায়িত প্রপীড়িত জীবনের ভয়,
সবলের প্রতি দুর্বলের ভয়
মূর্তি দিয়েছিল ভয়ানক তোমাকে
ভ্রান্তযুক্তি জটিল রহস্যের আবরণে!

সেই দিন থেকে আমরা
খুসী করে আসছি তোমাকে
আমাদের ক্ষেত্রের প্রথম শস্য দিয়ে,
আমাদের প্রথম পুত্রের জীবন দিয়ে,
আমাদের সমস্ত চিন্তা, ভাবনা, যুক্তির আলম্বন দিয়ে!

আজ হয়ত কোথাও কোথাও
সে অন্ধকার ম্লান হয়ে উঠেছে খানিক,
তবুও আজ মানুষের স্বাধীনতা
পড়ে আছে
তোমার পায়ের তলায় লুণ্ঠিত—
কবির ভাষায়—
"গতিহীন মুক্তিহীন প্রব্যথিত শৃঙ্খলের ভারে!"

এক ও অনেক

অনেক দিন আগেকার কথা।
পৃথিবীর বয়স তখন ছিল অনেক কম ;
তা'র অঙ্গের সবুজ রঙ ছিল
আরও স্নিগ্ধ, আরও সবুজ !
সূর্য্যের সোনার আলোয় খাদ ছিল আরও কম।
মানুষ তখন এত বুড়ো, এত পরিপক্ক হয়ে উঠেনি।
মাটির বুকে অরণ্যের তখন ছিল অবাধ অধিকার !—
স্নিগ্ধ সবুজ অরণ্যানী !
বহু বৃক্ষ-লতার প্রীতি-বন্ধনের ছায়ায় ঢাকা
শ্যামগম্ভীর অরণ্যানী !
তরুণ মানুষের গৃহভূত আনন্দের অরণ্যানী !

আকাশ তখন ছিল আরও গাঢ় নীল ;
আর তা'র সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ ছিল
আরও নিকটতর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য তখন ছিল হাত ধরাধরি করে
দেবতারা তখন নেমে আসতেন মাটির বুকে
আকাশ থেকে,
স্বর্গ থেকে,
দিনে রাত্রে, সকালে সন্ধ্যায়,
বনে নদীতে, সমুদ্রে পর্ব্বতে,
যখন তখন, যেখানে সেখানে।
বনের প্রত্যেক গাছটিতে,
প্রত্যেক লতাটিতে,

প্রত্যেক নদীতে, তড়াগে, হ্রদে
তাঁদের ছিল অধিষ্ঠান।
যে গাছ প্রতিদিন বেড়ে উঠেছে
শ্যাম পল্লবে, ফুলে ফলে ;
যে লতা প্রতি প্রভাতে উন্মুখ হয়ে উঠে
নূতন দিনের সূর্য্যালোকের দিকে ;
যে নদী গান গেয়ে নেচে চলে
তোমার মত আমার মত,
তা'র প্রত্যেকটিতেই আছেন একটি দেবতা—
কেহ বা শান্ত, কেহ বা ধীর, কেহ বা চপল।
তাঁদের সঙ্গে চলে আমাদের
নিত্যকালের খেলা, নাচ, গান—
আমাদের সুখ-দুঃখের গান,
আমাদের জীবনের গান।
তা'রা সবাই ছিলেন ভাল লোক ;
তবে কেহ বা মাঝে মাঝে করে বসতেন
একটু আধটু কুকার্য্য—
তা' আমাদেরও কি তেমন পদস্খলন হয় না ?

দেবতারা ছিলেন বহু, এক নয় ;
তাঁরা ছিলেন বহু একের সমাবেশ,
বিভিন্ন, বিচিত্র !

এমনি করে তাঁদের গিয়েছিল বহুদিন
মানুষের সঙ্গে নিত্য ব্যবহারে,
লীলায়, খেলায়, মৈত্রীতে, সাহচর্য্যে।
মানুষ তখন

বিদেশের দেবতাকে স্থান দিত
নিজের দেশের দেবায়তনে,
প্রতিষ্ঠা করত মন্দির
অজানা দেবতার উদ্দেশে।
বনে যখন প্রথম ফুল ফুটত,
সন্ধ্যার আকাশে যখন প্রথম উঠত চাঁদ
তখন তাঁরাই আমাদের ডাক দিতেন,
আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসতেন তাঁদের উৎসব সভায়
গন্ধের দূত পাঠিয়ে,
পাখীর গানের বাঁশীতে,
নদীর নৃত্য-মুখর চরণের ইঙ্গিতে।
সে সব কথা আজ ভুল্‌লে চলবে কেন ?
তাঁরা আমাদের প্রতিদিনের অবসরকে করতেন
সরস ও মধুর ;
আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মকে করতেন
গ্লানিহীন, ক্লান্তিহীন।
জীবন তখন ছিল না
আজকার মত বিভীষিকাময়।

তা'র পর দুঃখের কথা আর কি বলব।
এই পৃথিবীটা
ধীরে ধীরে কেমন করে বুড়ী হয়ে এল ;
তা'র সবুজ রঙ হয়ে এল ফিকে।
সূর্য্যের আলোয় হল্‌দে রঙ কমে এল,
তা'র মেজাজে বেড়ে উঠ্‌ল তাপ—
যেমন বুড়োদের হয়ে থাকে।
আর এই দুইএর মাঝখানে

মানুষ হয়ে উঠল পরিপক্ক
বুদ্ধিতে, যুক্তিতে, জ্ঞানে।
কিন্তু পরিপক্কতা হচ্ছে
পচ্-ধরার পূর্বাভাস,
মৃত্যুক্রিয়ার আরম্ভ।
মানুষ হঠাৎ বুঝে উঠল
'আমাদের' চেয়ে 'সকলের' চেয়ে 'আমি' বড়;
আমি আছি এবং থাকব
সকলের সঙ্গে নয়, সকলের উপরে—
বিস্ফোটক যেমন থাকে হঠাৎ দেহের উপরে
একটা বিষম বেমানান ঊর্ধ্বগতি নিয়ে।
তাই ধীরে ধীরে
বহু বিচিত্র দেবতার স্থানে
বসালে সে এক অদ্বিতীয় ভগবানকে—
এক ভগবান, পরম এক ভগবান,
পরম অসহিষ্ণু ভগবান।

স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে
সেই দিন থেকে গড়ে উঠল এক বিষম বাধা,
এক বিরাট অন্তরাল!
দেবতাদের সেই দিন থেকে আর বড়
পৃথিবীতে নেমে আসতে দেখা যায় না।
মানুষে মানুষে শেষ হয়ে গেছে প্রীতির সম্বন্ধ;
ফুরিয়ে গেছে তা'দের সে উৎসব,
সে মৈত্রীর গান,
সে আনন্দ-উৎসবের জীবন।

বৎসরের পর বৎসর ধরে
মাটির বুকে বেড়ে চলেছে মরুভূমি।
আর সেই-মরুভূমির বুকে
বৃদ্ধ মানুষ, অন্ধ মানুষ, স্বার্থপর লোভী মানুষ
প্রতিদিন
অজানা ধূলিধূসর রুক্ষ ঊর্ধ্ব শূন্যের পানে তাকিয়ে
প্রার্থনা করছে
আপনার অর্থহীন স্বার্থের ভাষায়
সেই পরম এক, পরম অদ্বিতীয়, পরম অসহিষ্ণু
ভগবানের উদ্দেশে !

দুঃখ-নিবৃত্তি

ভগবন্‌ !
তুমি যখন ভারতে প্রচার করছিলে
তোমার দুঃখ-নিবৃত্তির,
তোমার লোকোত্তর-সমাপত্তির বাণী
তখন আর এক বিবদমান রাজার সঙ্গে যুদ্ধে
নির্মূল হয়ে যাচ্ছিল তোমার শাক্যবংশ।
হায় ! কোথায় মানুষের দুঃখ-নিবৃত্তি !
দুঃখের অবসান কোথায় !

ভাঙা গড়া,
যুগপৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস
এই দু'টোর টালমাটাল অবস্থাই জীবন !
সুতরাং দুঃখকে অস্বীকার করা যায় কি করে ?

মানুষ দাবদাহের আগুনকে করতলগত করলে
কাঠে কাঠে ঘষে,
অমনি জীব-জগতে সুরু হল
এক বিরাট সুখ-দুঃখের পালা।
তা'র পর
মাটির থেকে লোহা খুঁড়ে বের ক'রে
বহুশ্রমে আগুনে পুড়িয়ে পিটিয়ে
তৈরী করলে
তীর, ধনুক, বল্লম, তরবারি, কুঠার।

অভিন্ন নরদেহকে ছিন্ন-ভিন্ন করবার
কত সুন্দর সুবিধা হ'ল তা'তে !
তা'রপর
বনের ঘোড়াকে ঘরের করে
তা'তে চড়ে এলেন চেঙ্গীজ্‌খান,
তাঁর পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রেরা ;
নরমুণ্ডের পিরামিড গড়ে
ঘোষণা কর্‌লেন তাঁদের কীর্ত্তি !
এ এক পর্ব।
হোয়াংহো নদীর ধারে একটি চীনা ছেলে।
হয়ত হোয়াংহো নদীর বালির মতই
অর্থাৎ সোনার মতই তা'র রঙ্‌,
এবং তা'র সরু সরু চো'খ দুটিতে
তরুণ চীনা ভিক্ষু ভদ্দিয়ের মতই
কথা কইতে কইতে হঠাৎ ঝল্‌কে, ওঠা
মিষ্টি হাসির উজ্জ্বলতা !
সেই ছেলেটি সৃষ্টি করলে
খেলার ছলে বাজী করবার জন্য
বারুদ !
গেল পৃথিবীর সুখ-দুঃখের ধারা উলটিয়ে।
চেঙ্গীজখাঁর ঘোড়ার খোঁড়া হয়ে গেল ঠ্যাং,
আগুন লেগে গেল
তাঁর চমরী গরুর ল্যাজে !
উল্‌টা বাউলের গান সুরু হ'ল
পশ্চিম থেকে,
পূবের লোকেরা হলেন শ্রোতা !
তারপর

ডিনামাইট্, ট্যাঙ্ক, গ্যাস, ফ্লাইং বম,
এবং মধুরেণ সমাপয়েৎ এটম বম ;
অর্থাৎ কিনা, বারুদের সগোত্র আরও অনেক
ভিড় জমিয়ে তুলেছেন ভবধামে।
ভগবন্ !
কোথায় আমাদের দুঃখ-নিবৃত্তি !
মৃত্যু যত সহজ হয়ে আসছে
ভবতৃষ্ণা বাড়ছে ততই,
কামাবচর-চিত্ততা ততই জটিল হয়ে উঠছে
নানা দিকে নানা আকারে !

অধিকন্তু ভেবে দেখুন ভগবন্ !
এই পৃথিবীর পরিমাণটা
অনেক হলেও অনন্ত নয় ;
অথচ জীবের পুত্র পৌত্র ও প্রপৌত্রেরা
এবং আরও ক্রমাগত প্র-যুক্তেরা
সংখ্যাতে বাড়ে অত্যন্ত
এবং নিতান্ত দ্রুতগতিতে।
তা'ছাড়া আরও ভেবে দেখুন ভগবন্ !
এক দেশে খাদ্যাভাব,
এবং অন্যদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাবার,
এবং এই কম-খাবার দেশের লোকেদের প্রকৃতি
নেকড়ে বাঘের মত,
ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের মত,
দূর স্তব্ধ বরফে-ঢাকা জন-বিরল দেশের
ক্ষুধিত দলবদ্ধ নেকড়ে বাঘের মত !
তাই যুগে যুগে গজনীর দল ছুটে আসে

সোমনাথের রত্ন-মন্দিরের উদ্দেশে
শুষ্ক মরুভূমি পার হয়ে,
দুস্তর সমুদ্রের বুক চিরে পথ করে।
সুতরাং বেশ খানিকটা মাৎস্য-ন্যায় ছাড়া
জগতের আর গত্যন্তর দেখা যাচ্ছে না!

অতএব ভগবন্!
দুঃখ-নিরোধের উপায় কি?
তার কি কোন প্রতিবিধান হবে
উপদেশকের
দত্ত, দাম্যত, দয়ধ্বম্ ইত্যুপদেশাৎ?

দুই 'নেশন'

টার্-ম্যাকাডামাইজ্‌ড্‌ রাস্তা
কাঁচের মতন মসৃণ,
চলে গিয়েছে সোজা
দূর হতে দূরান্তরে ;
মাঝে মাঝে ছুটে চলেছে মটর-গাড়ী ।

তার এ পাশে নগরী,
ভারতের নবতমা মহানগরী
'প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ জ্বলিতেছে' ।
যেখানে 'চক্রতীর্থে' তরুণ-তরুণীর ভীড় ।
তরুণদের হাফসার্ট বা বুস-সার্ট ও প্যাণ্ট পরা ;
তরুণীদের অঙ্গে সস্তা সিল্কের পোষাক,
বিলাতী মার্সারাইজ্‌ড্‌ কাপড়ের পোষাক,
মুখে রুজ, পাউডার, লিপ্‌ষ্টিক ;
বিলাতী হালফ্যাসনে ঢেউ-তোলা চুল ;
পায়ে হাই-হিল জুতা ;
বদনে ভাঙা ভাঙা ইংরাজী বুলি
যেটা তাঁদের কাহারই মাতৃভাষা নয় ।

রাস্তার ওপারে
বন, জঙ্গল, ক্ষেত, খামার,
লাঙল, গরু, গরুর গাড়ী—
যে গরুর গাড়ীর মধ্যে

লোহার সমাবেশ খুবই কম,
যার সবটাই দেশী।
লোকগুলি দীর্ঘ-দেহ, মলিন ;
আর তা'দের পরণে
মলিন অবিলাতী সম্পূর্ণ স্বদেশী গাড়া
অর্থাৎ খাদী, অর্থাৎ খদ্দর ;
সেব্য দেশী দা'কাটা তামাক
সম্পূর্ণ দেশী হুকা ও গড়গড়ায়।
তা'রা কথা কয়
ষোলো আনা দেহাতী ভাষায়।
মাটির দেওয়ালের উপর চাল-দেওয়া
ছোট বড় ঘড়-গুলো দাঁড়িয়ে আছে—
কেউ বা সোজা,
কেউ বা জ্যামিতিক কোণে হেলে।
পাড়ার কুকুরগুলো
ভদ্রলোক দেখলেই তাড়া করে
অসন্তোষের কলরব করতে করতে।

একই রাস্তার দু'ধারে
দু'টি 'নেশন' বাস করে।
এ'দের ওধারে
ওদের এধারে
দেখতে পাওয়া যায় না।

ধর্ম্মচক্র

রাতের পর দিন, দিনের পর রাত,
দিন রাতের পরিবর্তনে আবর্তিত ঋতুচক্র
বৎসরের চক্রনেমি বেয়ে !

ঘাস গজাচ্ছে,
গরু ছাগল চরছে তাতে ;
সেই গরু ছাগল পরমুহূর্ত্তে প্রবেশ করছে
সিংহ ব্যাঘ্র ও মনুষ্যের উদরে !
সেই সিংহ ব্যাঘ্র ও মনুষ্য
মরছে বা নিজেদের মধ্যে হনন-কার্য্য চালাচ্ছে
সবুজ ঘাসের সৃষ্টির জন্য।
শীতের ঝরা পাতা
বসন্তের নব-পল্লবের জন্ম দিচ্ছে,
শুষ্ক গ্রীষ্ম সম্ভাবনা জানাচ্ছে নতুন প্রাবৃটের !
নদীর এক পাড় ভাঙ্ছে
আর এক পাড় গড়্বার জন্য।

হে পথিক-হীন পথ !
হে কারক-হীন কার্য্যের সন্তান-ধারা !
হে বেদকহীন সুখ-দুঃখের পরম্পরা !
তোমাকে প্রণাম !

ফিল্ম

'লক্ষ্মণ এমন গণ্ডী টেনে গেলেন
যে, তা'র মধ্যে ঢোকা কা'রও সাধ্য নয় ;
এমনি কত কুসংস্কার তোমাদের দেশে ;
আর আমাদের মোহ-যুক্ত পাশ্চাত্য জগতে·

সহসা পট-পরিবর্ত্তন :
দেখা গেল সুমুখে অধিষ্ঠিত
অযুত ঋষির পুরাণ-প্রচারে ধন্য
পুণ্য তপোবন !
সেখানে ঋষি-সভায় সাব্যস্ত হ'ল
সঃ সাধুভির্বহিষ্কার্য্যঃ—
সঃ অর্থাৎ কি না যে বেদ মানে না,
বেদের অপৌরুষেয়ত্ব মানে না।
পরের দৃশ্য :
ঋষি উপদেশ দিচ্ছেন ধর্ম্ম-সঙ্গতিতে,
আমাদের চিন্তার মধ্যে সব চেয়ে বড় গল্‌তি হচ্ছে
এই আত্মবাদ, এই শাশ্বতবাদ,
অর্থাৎ কিনা একটা কিছু চিরদিন আছে ও থাকবে
এমনি ধারা ধারণা।
পরের পট :
একদল লোক বলছে,
আমরাই ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র,

তাঁর বাছাই-করা লোক'।
তা'দের ঘিরে বহ্বাস্ফোট ও চীৎকার করছে
আরও অনেক লোক ;
কিন্তু ভিতরের লোকগুলা বসে আছে
নির্ব্বিকার, প্রাণ গেলেও নির্বিকার।
পুনঃ পট পরিবর্ত্তন ঃ
একদল মলিন ছিন্নবাস লোক ;
চক্ষে তা'দের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি,
আপনার চা'রধারে গণ্ডী কেটে
তা'রা গাইছে,
'আমরা করি না পুতুলের পূজা, দেখি না'ক থিয়েটার,
সার্কাস তাবু প্রথম-মার্কা এই কথা জেন সার।
ইহকাল দাও সীজারের হাতে, গাও পরকাল-গান ;
খুব সাবধান, কদাচ কখনও করিও না যেন স্নান।'

পরক্ষণেই দেখা গেল
গণ্ডীর মধ্যে গণ্ডী, তস্য মধ্যে গণ্ডী !
কেউ বলছে,
'এই জল ও রুটি, এ জল ও রুটিই'
আর এক দল বললে উঁহু ;
একদল বললে, 'পিতা ও পুত্র এক'
আর একদল বললে, 'হাসির কথা !
ও দলে আমরা নই, আমাদের হাঁড়ি আলাদা।'

শেষটায় দেখা গেল
ছবিগুলি খুব দ্রুত চলছে ;

‘আমাকে মানো, নইলে খুন কর্ব্ব’ ;
‘তোমাকে মান্‌ব ! ন কদাপি !’
‘তিনিই শেষ’ ;
‘তাঁর পরেও আছেন ;’
‘এ হোটেলে স্থান নয়’ ;
‘এ ফুটপাথ দিয়ে নয় ;’
ইত্যাদির রণরণি ;
তৎত্বম্‌, তস্য ত্বম্‌, অতৎ ত্বম্‌,
ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ ;
ফেথ, হেরেসি ;
সাদাত্ব, কালত্ব, হল্‌দেত্ব ;
জাতিত্ব, জ্ঞাতিত্ব, ইজম্‌, ক্র্যাসি
ইত্যাদির সঘন নির্ঘোষে
কতকটা বিদ্যুৎ-পতাকোশনি-শব্দ-মর্দ্দলঃ অবস্থায়
হঠাৎ ছিঁড়ে গেল ফিল্ম।
বিমূঢ় আপারেটার
আবার গোড়া থেকে দিলেন চালিয়ে।
দেখা গেল
চতুর্মহাপথে প্রচারক বক্তৃতা করছেন,
‘আমাদের মোহ-মুক্ত পাশ্চাত্য জগতে···’।

উদ্ভট কবিতা

কবি বলেছেন
অতীত আছে বর্ত্তমানে,
বর্ত্তমান আছে অতীতে,
আর অতীত ও বর্ত্তমান আছে ভবিষ্যতে

হে ফিকিরের ফকিরচাঁদ !
কি মন্ত্র শিখিয়েছিলে তুমি শৈশবে
চতুর্ধুরিণ মহাশয়কে !
হে চোখে-না-দেখা রূপসী রস্তে
কি নাম শিখিয়েছিলে তুমি শৈশবে
মহাত্মাজীকে !
আজ আমরা চলে গেছি
সপ্তম শতাব্দীর আরবদেশে
হাম্‌জার সেনাপতিত্বে
ভবিষ্যতের অতীত দিগ্-বিজয়ে ;
আজ আমরা
গোষ্ঠীশুদ্ধ লোক জপ করছি রামনাম
ভূত-ভয়-নিবারণ।

তোমার কল্যাণ হ'ক,
হে আমাদের পরদেশী বন্ধু !
হে শাল-প্রাংশু মহাভুজ !

কি লড়াই করতে তুমি এসেছিলে
সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে !
কত অসংখ্য কামান পাতলে
কত ক্ষুদ্র কত অল্প মশা মারবার জন্য !
মাঝখান থেকে
খেয়ে গেলে আমাদের গরুগুলি,
আর ব্যবস্থা ক'রে গেলে
আমাদের পরজগণের রং ফর্সা হবার !
সার্থক তোমার জয়-যাত্রা !

গুরুদেব !
ভূত ছাড়াবার ব্যবস্থা চাই ;
পিতার-ভূত
পিতৃ-পুরুষের ভূত
ধর্ম্মের ভূত
ভগবানের ভূত
তথাকথিত সংস্কৃতির ভূত ।
মনে রাখতে হবে
এসব ভূত আসলে মুখোস মাত্র ।

হে মাতঃ চণ্ডীকে !
আমাদের চণ্ডীপাঠ
এত কাল সফল হয়নি কেন ?
কারণ
এত কাল দৈত্য-সমরে
তোমাকে দৈত্যের সম্মুখে দিয়ে

আমরা নিজেরা দাঁড়িয়েছি পিছনে।
উচিত ছিল
তোমাকে পশ্চাতে রেখে
আমাদের দৈত্যের সম্মুখীন হওয়া।

তা' হয়না বন্ধু!
সে স্বর্ণ-মৃগের জন্ম অসম্ভব!
প্রথমত রহিম বলবেন
তোমার পক্ষে সবচেয়ে মহাপাতক হচ্ছে
আমার সঙ্গে অন্য দেবতাকে জুড়ে দেওয়া।
দ্বিতীয়তঃ রামও খুব সোজা বা সুবিধার লোক ন'ন।
তাঁর আর্য্যামির দম্ভ,
নিজ শীল ও সংস্কৃতির দম্ভ
অপরিসীম।
ঋষিদের একটু অসুবিধা হ'লেই
তিনি শর-সন্ধান করেন শরাসনে।
বর্ণাশ্রমের প্রতিপালক
শূদ্রক-সংহর্ত্তা তিনি যে
আর্য্যেতর রহিমকে মেনে নেবেন
তা মনে হয় না।
সুতরাং রাম ও রহিমে মিল হবে না।
এক্ষেত্রে একমাত্র সোজা উপায় দু'জনকেই শিকায় তুলে রাখা

আমরা পারি নি তোমাদের সাথে বটে,
কিন্তু জানিও আমাদের ভগবান্

একদিন এসে করবাল নিয়ে হাতে
কেটে তোমাদের করিবেন খান্ খান্।
এমনি করিয়া দেশে দেশে কালে কালে
দুর্ব্বল যারা সংগ্রামে হতমান
না-থাকা দৈববল সম্বল করি
বঞ্চিয়া নিজে কোনমতে রাখে প্রাণ।

—০—

অমুক দিনেতে এত বৎসর আগে
ভগবান এই জগৎ করেন সৃষ্টি,
একথা নাহিক মানিবে যে জন,
মস্তকে তার ক'রো অভিশাপ-বৃষ্টি
হে পরম পিতা, স্বর্গের ভগবান্!
আমি যদি পাই আমার কবলে তারে
পোড়ায়ে মারিব বাঁচাইতে তার জান।

—০—

দধি-মন্থন-কর্ম্মে বন্ধু শুধু তব অধিকার,
কর্ম্মোদ্ধৃত নবনীত যাহা জানিহ তাহা আমার;
তুমি খাবে ঘোল, না করিবে গোল, নবনীত-নিষ্কাম,
তদনন্তর মরণান্তরে পাইবে পরম ধাম!

জঙ্গম

এই চলমান্ জগতে বন্ধু!
কিছুই থাকে না বসে
যতই না কেন টানাটানি ক'র
আঁকড়িয়ে ধর কষে।
তিন-স্বর-গ্রামে যত গান গাও;
বৈদিক যুগে ফিরে যেতে চাও;
আসে সাত সুর, তাঁরা হয় বার,
বেদভূমি পড়ে ধসে।

ভেবে দেখ ভাই, আপনার মনে
সত্যি কি লাগে ভালো
এ বয়সে আধ আধ কথা বলা;
হামাগুড়ি দিয়ে পুনরায় চলা;
সেই মালা পরা মাথায়
যা বাসি, শুকায়ে হয়েছে কালো।
কাল যাহা ছিল ভালো, খুব ভালো,
আজ তাহা ভালো নয়;
আজ যাহা ভালো, কাল তাহা ভালো
রহিবে না নিশ্চয়।
আজি যজ্ঞে হয় না বৃষ্টি;
এত কাটা খাল তাই ত সৃষ্টি;
চরকা-চালান
আজিকে জীবন-চলান-পন্থা নয়।

'আহা সে সেকাল' বলে চিরকাল
কি হবে দুঃখ ক'রে ;
সেকাল হয়েছে অতীতে বিগত
আজিকার নিশি-ভোরে ।
রাম-রাজ্যের যাহা সঞ্চয়
আজিকে সে পুঁজি বাড়াইতে হয় ;
শুধু পুঁজি ভেঙে বসে যদি খাও
দেউলিয়া হবে শেষে ;
চলেছে নৌকা, পৌঁছিতে হবে
নিত্য নতুন দেশে ।

চাঁদ

মেঘের নৌকা চড়ে
বাঁকা চাঁদ হেসে ভেসে যায় ;
শুধু হাসে শুধু ভাসে ;
কোন কথা বলে না'ক হায় !

আমরা কতই কথা
কত দিন, কত বলি ;
কথা তবু নাহিক ফুরায় ;
এক কথা শেষ নাহি হতে
দশ কথা আসিয়া জুয়ায় ;
কথার অর্থ করি,
ভাষ্য লিখি টীকা ও কারিকা ;
মধ্যস্থ সুমুখে রাখি
পূর্ব্বপক্ষ প্রতিপক্ষ করি
বিচারের জ্বালি অগ্নি-শিখা ।

কি যে কথা, কি যে অর্থ,
কেবা জানে তার
সামান্য বিশেষ অভিধান ;
পুরাণ 'লেবেল' এক
উটের কপালে
লাগাইয়া যত মতিমান

ঘটত্ব পটত্ব লয়ে
আড়ম্বরে টঙ্কারে আস্ফোটে
নিত্য করে অনর্থ-বিধান।

বাক্যের অনলে যবে
মনের আঁধার নাহি যায়
শাস্ত্রীকে ফেলিয়া পিছে
শস্ত্রী করে আসর দখল,
ভাল করে বুঝাইতে চায়।
শাস্ত্রনাদ শস্ত্রনাদ
যুগপৎ গর্জ্জে উভরায় ;
তখন মীমাংসা হয়—
অন্ততঃ দু'দিন তরে—
সাক্ষ্য তা'র আছে বহু
ইতিহাসে পাতায় পাতায়।

বাঁকা চাঁদ সব দেখে,
কোন কথা বলে না'ক হায়,
শুধু দেখে, শুধু হাসে—
কেন কেবা জানে—
মেঘের নৌকা চড়ে শুধু ভেসে যায়

কয়েকটি কবিতা

কৃষ্ণপক্ষম চক্ষু দুটি তুলে
চেয়েছিলে আমার পানে ;
সে চাওয়াতে ছিল সৃষ্টির আহ্বান,
ছিল জীবনের সমারোহ।
সম্মুখে সমুদ্র
ফেন-বুদ্বুদ-তরঙ্গময় ;
অকস্মাৎ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত
অতিদূরের একটা দ্বীপের দেহধূলিতে
সন্ধ্যার আকাশ ছিল সেদিন
অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ !
একই ছন্দে গাঁথা জীবন ও মৃত্যু,
তারই মাঝখানে দুলছি আমরা !

স্তূপ হয়ে উঠে প্রেমের পত্র
গন্ধ পত্ত নিয়া ;
তুমি ভাব—আর সেও মনে জানে—
এই সে আমার প্রিয়া।
তবু মনে হয়, হাতড়াও যবে
পুরান স্মৃতির খেই,
কে যেন কোথায় রয়েছে বসিয়া
চ'খে যার দেখা নেই !
হয়'ত সে লেখে চিঠি রোজ রোজ,
কিন্তু ফেলে না ডাকে,—

লেখে আর পড়ে, পড়ে আর কাঁদে ;
পড়ে ছিঁড়ে ফেলে তা'কে !

সূর্যের প্রতিদিনের যাত্রাপথে
যেখানে খানিকক্ষণ ধরে পড়ে রো'দ
সেইদিকেই এগিয়ে চলেছে
এই নাম-না-জানা লতাটি ।
আমার মনও তেমনি এগিয়ে চলে
তোমার দিকে
যেখানে সে সন্ধান পায়
জীবনের আলো ও তাপ ।
জীবকে মানতে হয় জীবনের ধর্ম !

শ্যামলী !
এখান হ'তে বহুদূরে নহে বৃন্দাবন ;
রাখালের রাজা হতে
লাগে না'ক খুব বেশীক্ষণ ।
আমার ঐশ্বর্যে তবু
কেন লাগে তোমার বিস্ময় ?
কি পেয়েছি, কি দিয়েছ
আমিও বুঝি না ;
হয়'ত বোঝ না তুমি ;
তবু মনে হয়
হঠাৎ যে রাজা হওয়া
সে এমন হয়ে থাকে,
সে এমন বেশী কিছু নয় !

বুনো হাঁসের দল

মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে
বুনো হাসের দল
কলরব করতে করতে নীচু আকাশ দিয়ে ;
কখনও বা চলে তা'রা দূর আকাশে
সারিবদ্ধ হয়ে মালার মতন।
প্রতি বৎসর
এমনি ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা'রা চলে ;
প্রতি বৎসর এমনি সময়ে
আমাদের মনও উড়ে চলে ;
অভ্যাসের বন্ধন,
বিধি নিয়মের দাসত্ব, পরিচয়ের আকর্ষণ
তখন শিথিল হয়ে আসে ;
আর আমাদের মনও উড়ে চলে
ঐ যাযাবর পাখীদের মতন।

শ্যামলী !
হাজার হাজার বৎসর চেষ্টা করেও
এখনও আমরা ঘর বাঁধতে পারি নি ;
এখনও
প্রতি পায়ে আমরা পিছনে ফেলে আসি
আমাদের জীবনকে ;
আমাদের মন আজও ওই বুনো হাঁসের দলের সাথী ;
হয়'ত তা'র চেয়েও বেশী ;
হয়'ত এদের আছে একটা গন্তব্য ;
হয়'ত আমাদের আছে শুধু যাত্রাপথ !

"ওরা কাজ করে"

'ওরা কাজ করে'
সত্যই গুরুদেব! ওরা কাজ করে ;
শুধু অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে,
শুধু পাঞ্জাব বোম্বাই গুজরাটে নয় ;
ওরা কাজ করে
ইউরোপ আফ্রিকা এশিয়ায়,
উত্তর দক্ষিণ আমেরিকায় ;
ওরা পৃথিবীর শতকরা নব্বুই জন
ওরা কাজ করে।
ওরা শুধু দাঁড় টানে, হাল ধরে,
ধান কাটে, বীজ বোনে তা নয় ;
খনির অন্ধকার গর্ত্তে ওরা কাজ করে ;
বিষাক্ত ধাতু নিয়ে,
গন্‌গনে আগুনের সামনে
গলিত লৌহ-স্রোত নিয়ে ওরা কাজ করে।
ক্লান্তি শ্রান্তি রোগ ক্ষুধা
সব কিছুর মধ্যে ওরা কাজ ক'রে
ক্লান্ত পীড়িত ক্ষুধিত দেহে ;
ছোট ছেলেদের আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে
ওদের মা'রা কাজ কর্ত্তে যায়।
অস্বাস্থ্যকর বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে
কাজ করতে করতে

ওদের হয় হাঁপানি ম্যালেরিয়া
চর্ম্মরোগ ও রাজ-যক্ষ্মা
—যা আগে শুধু রাজাদেরই হ’ত।
পঁচিশেই ওদের দেহে লাগে
পঞ্চাশের ছাপ ;
সর্ব্ব-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত
ওরা চাইতে জানে না, পেতে জানে না।
ওরা রিক্সা টানে ;
উড়িষ্যা ও মধ্যভারতে
এখনও ওরা গরুর গাড়ী টানে।
জিজ্ঞাসা করলে সোজা উত্তর পাওয়া যায়,
‘[illegible]ত সস্তা পড়ে’।

মাঠে ঘাটে খনিতে কারখানায়
ওরা কাজ করে ;
আপনার পরিশ্রমের রক্তে ও ঘামে
ওরা গড়ে তোলে সভ্যতার অট্টালিকা
যার ভিতরে থাকে চির-বসন্ত,
যার ভিতর থেকে অহরহ ছুটে বেরিয়ে আসে
নানা আকারের মটর গাড়ী ;
গীতধ্বনি ওঠে যেখানে প্রতি সন্ধ্যায়
তৃপ্ত ও মধুর কণ্ঠে
“রঘুপতি রাঘব রাজা রাম”।
আর ওরা থাকে গ্রামের ভাঙা কুঁড়েতে
‘জানু ভানু কৃশানু সম্বল মাত্র করি’।

আর থাকে ফুটপাতে,
থাকে অন্ধকার খোঁয়াড়ের মধ্যে গাদাগাদি করে
যে অন্ধকার থেকে
চিরদিন নির্ব্বাসিত হয়ে আছে
স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য শালীনতা।
ওরা শুধু কাজ করে নয়, গুরুদেব!
ওদের কাজে লাগান হয়
জোর করে, চাবুক মেরে,
আরও অনেক রকম অত্যাচার করে।
আড়কাটী দিয়ে ভুলিয়ে,
নানা লোভ দেখিয়ে
ওদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়
চা' বাগানে, টিনের খনিতে, রবারের ক্ষেতে।
চাবুকের আগায় ওদের খাটান হয়
ক্রীতদাসের অধম করে।
দরকার হলে
ওদের কুঁড়ের মাথা পিছু ট্যাক্স বসান হয়;
ওদের ক্ষেত থেকে টেনে এনে
সরকারী রাস্তার কাজে লাগান হয়।
কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত
যথেষ্ট রবার সংগ্রহ কর্ত্তে না পারলে
বিনয়াধানের জন্য
ওদের হাত কেটে দেওয়া হ'ত।

সত্যই ওরা কাজ করে, গুরুদেব
কাজের জন্য ছুটাছুটি করে;
দাসখত লেখাবার জন্য ভীড় করে।

পাওনাদার

ওদের শ্রমার্জিত ফসল কেটে নিয়ে যায়
ওদের উপবাসী রেখে ;
তবুও ওরা পর বৎসর চাষ করে
নতুন ফসলের প্রত্যাশায় ।
কাজ না থাকলে,
মালিকে মিল বন্ধ করলে
ওরা উপোস করে ;
কাজ করতে করতে রোগ হলে
একদিন নীরবে মরে যায় ।

'ওরা কাজ করে ।'

শীলা ভট্টারিকার প্রতি

ভট্টারিকা!
'রেবারোধসি' তোমার সে দিনগুলি
তা'রা আর ফিরে আসবে না,
কারুরি আসে না,
আমাদেরও না।
প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা জন্মাচ্ছি
নতুন দেহে নতুন মন নিয়ে ;
যা যায় তা চিরদিনের জন্যই যায়।

তুমি বুঝতে পারছ না,
হয়'ত
বুঝতে চাওনা বলেই বুঝতে পারছ না
তোমায় প্রথম প্রেমের সে তীব্রতা
আজ আর নেই ;
থাকতে পারে না।
আজ তোমার প্রেম হয়ে উঠেছে
একটা অভ্যাস-গত ব্যাপার,
যেমন আমাদেরও হয়ে থাকে।
তাই আজ তুমি প্রিয়-স্পর্শে পাওনা
আগেকার সেই অপূর্ব্ব শিহরণ,
রক্তে সেই রণরণি,
চুম্বনে সেই মাদকতা!

তা'দের তুমি আজ কোথাও খুঁজে পাবে না
আবার যদি সেই রেবাতটে যাও
সেখানে পাবে
সেই চৈত্র-ক্ষপা,
সেই মিলিত-মালতী-সুরভি কদম্বের বন ;
কিন্তু তবুও দেখবে
তারা আর তেমনটি নয়
যেমনটি ছিল
তোমার কৌমার-হর প্রণয়ের প্রথম রাত্রে।
ভট্টারিকা !
আমি পুরুষের মন নিয়ে কথা বল্‌ছি,
তবুও মনে হয় আমার কথা ঠিক।

ভট্টারিকা !
অথবা হয়'ত একথা তুমিও জান ;
তবুও সেই হারানো দিনের জন্য
তুমি উৎকণ্ঠিত
আমাদেরি মত।
হয়'ত এ উৎকণ্ঠা,
যা'কে আর ফিরে পাব না
তা'র জন্য এই উৎকণ্ঠা
মানব-মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
হয়'ত এই উৎকণ্ঠার মধ্যেই আছে
আমাদের জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য !

ভট্টারিকা।

আমি জানি আজকার দিনেও
নারীর পক্ষে কবি হওয়া কত কঠিন ;
কিন্তু নারী হয়েও তুমি কবি ;
তাই অতি সহজেই তুমি বলেছ
তোমার মনের কথা ;
তাই তোমার এই চার লাইনের কবিতা
আজ অমর হয়ে ছড়িয়ে আছ
ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে।

নতুন কবিতা

আজ যদি বদলে গিয়ে থাকে
আমাদের কবিতার রূপ ;
যদি সেখানে
ভক্ত ও ভগবানের ভীড় আর না দেখা যায় ;
পাপ পুণ্য, ধর্ম্মের বিচার,
ইহকালের সঙ্গে লগ্ন পরকাল
যদি সেখানে আর
তীর্থযাত্রা না করে দলে দলে,
তবে হঠাৎ চটে না উঠে
একটু ভেবে দেখো,
অথবা গুরুদেবের ভাষায়,
'ক্ষমা করো তবে।'

আজিকার ভাষায় যদি না থাকে
অজন্তার রঙ ও আভরণ,
যদি সেখানে না থাকে
ছন্দোভারতীর বীণা-ধ্বনি
তা' হলে
এই অপরিহার্য্যার্থ মরণের জন্য
'ন ত্বং শোচিতুম্ অর্হসি'।

এমনই হয়ে থাকে বন্ধু !
ভেবে দেখ
সে দিনের কত শ্যাম গম্ভীর অরণ্যানী
আজ মাটির তলায় কয়লা হয়ে আছে।
কত হ্রদ, কত সরোবর,
এক এক যুগেয় কত নগর নগরী
আজ নিশ্চিহ্ন।
কত যুগের কত সভ্যতা
আপনার সমাধি রচনা করেছে
বিস্মৃতির অজানা অন্ধকারে।
প্রতি বৎসরের ঝরা পাতা ফুলে ফলে
পুষ্ট হয়েছে
আমাদের পায়ের তলায় এই মাটি।
কত প্রিয়তমার,
সুমের আক্কাড, মিশর, ব্যাবিলন
এবং নবাবিস্কৃত হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর
কত প্রিয়তমার,
কত গৌরী কৃষ্ণা তামাটে ও পীতবর্ণা প্রিয়ত:
প্রিয়দেহ
মিশে আছে বেমালুম এই মাটিতে ;
এবং এই বাতাসে নিশ্চয়ই মিশে আছে
তাঁদের আরও অনেক সংখ্যক দীর্ঘশ্বাস
যা তাঁরা মাঝে মাঝে ফেলতেন
কারণে বা অকারণে।
তাঁদের অনেক কিছুই
সুন্দর বলে ভাবা হত
এই সে দিনকার কাব্যে।

কেন না কবি লিখেগেছেন সোৎসাহে
'নীল-নদ-তীরে ঘন-শর-বন
তীরে সে মিশর দেশ।'

কিন্তু তা'রা আর নেই,
তা'দের অনেক সাধের মমিগুলি
নিয়ে গিয়েছে সভ্য ও অসভ্য চোরে;
কোনটা ভেঙে পড়ছে যাদুঘরে
ধূলার মত
মানুষের রূঢ় কৌতুক-দৃষ্টির সম্মুখে।

আজ আমরা বুঝতে পেরেছি
এই সব সুন্দর সুন্দরীরা
বিশেষ ভাল লোক ছিলেন না।
বহু-জন-গণের দুঃখের অঞ্জন ছিল
তাঁ'দের মৃগ-নয়নের কাজল।
তাঁ'দের অভ্রভেদী দেবালয়গুলি,
সুন্দর সমাধি-ভবন গুলি
গড়া হয়েছিল
বহু মানুষের রক্তে;
তা'দের নিরন্ন শ্রমের বিনিময়ে।
আর তাঁ'দের দেবতারা ছিলেন
লোভ ও ভয়ের প্রতিমূর্ত্তি।
আজ 'প্রিয়া-মুখোচ্ছ্বাস-বিকম্পিতং মধু' বললেই
আমাদের মনে পড়ে তাদের কথা
জীবনে যাদের মধু-বিন্দু জোটেনি
কোন দিনই।

আজ আমরা
এই সব ভীড় ছেড়ে উঠে গেছি
মনের অনেকখানি উর্দ্ধরাজ্যে
যুক্তিহীন ভয়ের অরণ্যের উর্দ্ধে।
আজ আমরা বিচার করি,
বিশ্লেষণ করি আমাদের অনুভূতিকে,
আমাদের অভিজ্ঞতাকে দেখি
নূতন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে
নূতন মনোবিকলনে,
খণ্ড খণ্ড করি আমাদের পূর্ব্বলব্ধ ধারণাকে
তা'র সত্য তা'র তথ্য নিরুপনের জন্য ;
তা'কে দেখি পূর্ব্বাপর পরিবেশের মধ্যে।
আজ আমাদের দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে
ভবিষ্যতের মঙ্গল ও অমঙ্গল গ্রহের সন্ধানে।
আজ আমাদের অবস্থাটা হয়েছে
কতকটা উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গের মত
যার নীচের দিকে পড়ে আছে
ঝর্ণা লতা ফুল পাখী
মর্ম্মর কূজন ঝঙ্কার ;
আর তা'র সঙ্গে
পথ-হারান অরণ্যের সঙ্কুল অন্ধকার ;
কিন্তু যার মাথার উপরে আছে
অবাধ বাতাস আর প্রভাতের আলোর রিক্ততা-
মন আজ আমাদের রিক্ততায় মুক্ত।

আজ বদ্‌লে গিয়েছে
জীবনের আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবের রূপ
স্রোত আজ নতুন খাতে বইছে ;
আজ আমাদের ঘাট বাঁধতে হবে নতুন করে
যুগে যুগে এমনই হয়ে থাকে ।
ইহাই যুগধর্ম্ম ।

শুদ্ধিপত্র

বর্ণিকা—

	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
পৃ—১০	উর্দ্ধশ্বাসে	স্থানে	উধ্বর্শ্বাসে
,, —১৪	গতীর	,,	গভীর

জিজ্ঞাসা—

পৃ—২৭	দ্যৌঃ	,,	দ্যোঃ
,, —২৯	আকাশে	,,	আকাশের
,, —৩৪	ব্যতিক্রমের	,,	ব্যতিক্রমের

নতুন কবিতা—

পৃ—৪৪	আজকার	,,	আজিকার
,, —৫৬	আপারেটার	,,	অপারেটার
,, —৫৬	চণ্ডীকে !	,,	চণ্ডিকে !
,, —৬০	কর্ম্ম	,,	কর্ম
,, —৬১	চলমান্	,,	চলমান
,, —৬৮	শুযু	,,	শুধু
,, ,,	কর্ত্তে	,,	করতে
,, —৭০	কর্ত্তে	,,	করতে
,, —৭৪	আছে	,,	আছ
,, —৭৫	মরণেয়	,,	মরণের
,, —৭৬	যুগেয়	,,	যুগের
,, ,,	নিশ্চিহ্ণ	,,	নিশ্চিহ্ন
,, ৭৮	উর্দ্ধ	,,	উধ্বর্
,, ,,	নিরুপনের	,,	নিরুপণের
,, ,,	মর্ম্মর	,,	মর্মর